রিসালা নং: ১৪

(BANGLA)

সায়্যিদী কুতবে মদীনা

syadi qutbe madina

(হযরত যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رحمة الله تعالى عليه
এর জীবনির কিছু দিক)

জান্নাতুল বাক্বী

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت بركاتهم العالية

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হল, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সায়্যিদী কুত্বে মদীনা

শয়তান আপনাকে যতই অলসতা দিক না কেন, এই রিসালাটি শেষ পর্যন্ত পড়ে একজন বুজুর্গ ওলীয়ে কামেলের বরকতের মাধ্যমে আপনার জীবনকে ধন্য করুন।

১০০টি হাজত পূরণ হবে

মদীনার তাজেদার, নবীয়ে মুখতার, রাসুলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে জুমার দিন ও রাতে আমার উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** সেই ব্যক্তির ১০০টি হাজত পূরণ করবেন; ৭০টি আখিরাতের এবং ৩০টি দুনিয়ার আর **আল্লাহ্ তাআলা** একটি ফিরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যিনি এই দরূদকে আমার রওজায় তেমনিভাবে পৌঁছিয়ে দিবে, যেমনিভাবে তোমাদেরকে উপহার পেশ করা হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে আমার ইন্তিকালের পরও আমার ইলম ওভাবে বহাল থাকবে, যেমন আমার জীবদ্দশায় রয়েছে। {জমউল জাওয়ামি লিস সুয়ূতী, ৭ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৩৫৫}

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আমি সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) শৈশব কাল থেকেই ইমামে আহ্লে সুন্নাত, ওলীয়ে নেয়ামত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মর্তবত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলেমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বায়েছে খাইর ও বরকত, ইমামে ইশক ও মুহাব্বত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আলহাফেজ, আলক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর পরিচয় লাভ করেছিলাম। আমি যখন বড় হতে থাকি আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মুহাব্বত দিন দিন আমার মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। নিন্দুকেরা কী বলবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্দ্বিধায় ও স্পষ্ট ভাষায় আমি বলব, মহান প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলার** পরিচয় লাভ হয়েছে তাঁর **প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে। আর আমার কাছে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিচয় লাভ হয়েছে আমার প্রিয় আক্বা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মাধ্যমে। তাঁর সিলসিলায় অন্তর্ভূক্ত হবার মনোভাব আমাকে খুবই নাড়িয়ে তোলে। কেবল তিনিই আমার একমাত্র লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলেন। তাই বলে যে মাশায়িখে আহ্লে সুন্নাতের সংখ্যা কম ছিল তা কিন্তু না। তবে কথায় আছে না ‘যার কাছে যাকে ভাল লাগে’। যে পবিত্র সত্তার দামন ধারণ করে তাঁরই সান্নিধ্যে আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। সেই সত্তার মাঝে এমন একটি আকর্ষণও ছিল যে, তাঁর উপর সরাসরি সবুজ গুম্বুজের ছায়াও পড়েছিল। এই পবিত্র সত্তার মাধ্যমে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে: হযরত শায়খুল ফযীলত, আফতাবে রযবীয়ত, জিয়াউল মিল্লাত, মুকতাদায়ে আহ্লে সুন্নাত, মুরিদ ও খলিফায়ে আ’লা হযরত, পীরে তরিকত, রাহবরে শরীয়াত, শায়খুল আরবে ওয়াল আজম, মেজবানে মেহমানে মদীনা, কুত্বে মদীনা, হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মহা মর্যাদাবান সত্তা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, এবার কোন না কোন ভাবে আমাকে তাঁর মুরিদ হতেই হবে। অতএব, আমি সম্ভবত: ১৩৯৬ হিজরীতে অর্থাৎ ১৯৭৬ সনে মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ঠিকানা সংগ্রহ করে নিলাম। ঠিকানা সংগ্রহ করার পর আমার জনৈক শুভানুধ্যায়ী মরহুম মুহাম্মদ আদম বরকাতী ছাহেব رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কে জানালাম যে, আমি হযরত সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর কাছে ডাক যোগে বাইয়াত হতে চাই। মরহুম আদম ভাই বললেন: তুমি থাক করাচীতে। আর তিনি থাকেন মদীনা মুনাওয়ারায়। তুমি এখনো পর্যন্ত তাঁকে কখনো দেখনি। কথা হচ্ছে, তুমি তোমার শায়খের তসাউওর (ধ্যান) কিভাবে করবে? আমি বললাম: ভাই! আপনি এ কী বলছেন? যদি পীর কামেল হয়ে থাকেন, তাহলে স্বপ্নের মাধ্যমেও তো এই সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। বাহ্যিক দূরত্ব ফয়য ও বরকত হাছিলের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাঁধা হতে পারে না। সেই রাতেই (রবিউন নূর শরীফের দশম তারিখের রাতে) আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, সুপ্রসন্ন ভাগ্য নিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! সত্যি সত্যিই আমার ভবিষ্যত পীর ও মুরশিদ ক্বিবলা رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আমার স্বপ্নে তাশরিফ আনলেন। আর তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন যে, তাঁর চেহারা মোবারক সহ সম্পূর্ণ নূরানী শরীর আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে যায়। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আজও অঙ্কিত রয়েছে। আমি আনন্দিত মনে হযরত সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর খলিফা পীরে তরিকত হযরত আলহাজ্ব আল্লামা মাওলানা হাফেজ ক্বারী মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন সিদ্দীকী কাদেরী رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর খেদমতে এসে আমার স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলাম।

তিনি আমার কাছে হযরত সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আকৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি যা যা দেখেছিলাম তা তা বয়ান করলাম। তিনিও সেটির সত্যায়ন করে নিলেন। কেননা, ক্বারী ছাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক বার মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। অতঃপর ক্বারী ছাহেব নিজ থেকেই বাইয়াতের দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে করাচী থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়ে দিলেন। কোন উত্তর এল না। এভাবে অনেক বারই দরখাস্ত পাঠানো হল। কিন্তু জবাব মিলেনি। আমিও সাহস হারায়নি। শেষ পর্যন্ত এক বৎসর পাঁচ দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে কপালে আশার ফুল ফুটল। রাতে স্বপ্নে দীদার হয়ে গেল। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, এখনো মুরিদই বানালেন না, দৃষ্টিও সরালেন না, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কী? আমি কী জানতাম যে, অপেক্ষার সময় এবার শেষ হয়ে গেছে? রাতে তো এভাবে সাক্ষাৎ হল। পরের দিন মাগরিবের নামাযের পরে জানতে পারলাম যে, মদীনা মুনাওয়ারার সুগন্ধিমাখা পরিবেশকে চুমু খেয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশে আমার মুর্শিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সুরভিত দরবারের পক্ষ থেকে কবুলিয়তের সুসংবাদ এসে পৌঁছাল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! এরপর যখন ১৪০০ হিজরীতে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল, **ছরকারে দোআলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসুলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দয়া করলেন, জেদ্দা শরীফের এয়ার পোর্টে নেমেই আমার সম্মাণিত পীরভাই মদীনাবাসী আলহাজ্ব ছুফী মুহাম্মদ ইকবাল আল কাদেরী রযবী যিয়ায়ী سَلَّمَهُ الْبَارِى এর গাড়িতে বসে সোজা মদীনা মুনাওয়ারায় এসে হাজির হই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে সালাত ও সালাম আরজ করার পর আমার মুর্শিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র নূরানী মহান আস্তানায় এসে পৌঁছলাম। আমার অধীর আগ্রহের দৃষ্টি যখন আমার মুর্শিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সৌন্দর্যমণ্ডিত চেহারায় পড়ল, অন্তর বলতে বাধ্য হল যে, এটি তো সেই নূরানী চেহারা, যা আমি বাবুল মদীনা করাচীতে স্বপ্নে দেখেছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ!!

তাছাউওর জমাওঁ তো মওজুদ পাওঁ
করোঁ বন্দ আখেঁ তো জলওয়া নুমা হেঁ।

{ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২৬ পৃষ্ঠা}

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আমার কম-বেশি দুই মাস পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করার সৌভাগ্য হয়। সেই সময়ে আস্তানা শরীফে প্রতি দিন অনুষ্ঠিত হওয়া নাতের মাহফিলে আমি প্রায় হাজির হতাম। অনেক সময় সন্ধ্যা বেলাতেও মুর্শিদীর আস্তানায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হত। মদীনা শরীফ থেকে বিদায় নেওয়ার বেদনাদায়ক সময় যখন এসে গেল মাথার উপর যেন দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। আমি যখন **প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে আখেরী সালাত ও সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম, তখন এক বিস্ময়কর অবস্থা সৃষ্টি হল। আমি **আল্লাহর মাহবুব, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অলি-গলির সব কিছুকে চুমু খেতে খেতে চলছিলাম। সেই সময়ে **আল্লাহর মাহবুব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গলির একটি কাঁটা আমার চোখের পাতায় মৃদু বিদ্ধ হল। সামান্য রক্ত বের হল।

ইয়ে জখম হে তাইবা কা ইয়ে সব কো নিহিঁ মিলতা
কৌশিশ না করে কুঈ ইস জখম কো সীনে কি।

মোট কথা, মুআজাহা শরীফে হাজির হয়ে সালাম পেশ করে কান্না করতে করতে মসজিদে নববী শরীফ থেকে বের হয়ে এলাম। অস্থির অবস্থায় আস্তানা শরীফে এসে হাজির হয়ে আমার মাথাটি আমার মুর্শিদের পবিত্র হাটু মোবারকের উপর রেখে দিলাম। কান্না করতে করতে আমার হিচ্‌কী উঠা বন্ধ হয়ে গেল। আমার অবস্থা দেখে অত্যন্ত স্নেহ নিয়ে আমার মুর্শিদ আমার মাথায় হাত দিয়ে আমাকে বসালেন। আর বললেন: বেটা! তুমি মদীনা শরীফ থেকে যাচ্ছ না; বরং আসছ। সেই মূহুর্তে আমার মুর্শিদের এই উক্তিটির অর্থ বুঝে আসে নি। কেননা, প্রকাশ্যে আমি সেখান থেকে চলেই আসছিলাম। অথচ তিনি বললেন: তুমি যাচ্ছ না; বরং আসছ। এখন কিন্তু আমি মুর্শিদের সেই হিকমতপূর্ণ কথার অর্থ বুঝতে পারছি। কারণ, এটি ছিল আমার মুর্শিদের কারামত। আর আমার বাস্তব ধারণা যে, আমার পীর ও মুর্শিদ আমার ভবিষ্যত দেখে নিয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উছিলায় আমার মুর্শিদের সদকায় আমি এত এত বার পবিত্র মদীনা শরীফে হাজির হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, আমার মনে নেই, কত বার মদীনা শরীফে সফর করেছি। এ সবকিছু দয়া ছাড়া আর কী হতে পারে! **আল্লাহ্ তাআলা** যেন আমার মুর্শিদের সদকায় এভাবে মদীনা শরীফে আমার আসা-যাওয়া অব্যাহত রাখেন। শেষে যেন জান্নাতুল বাক্বীতে আমার মুর্শিদের পবিত্র কদমের পাশে দাফন হওয়ার সৌভাগ্যও নসিব হয়ে যায়।

রহে হার সাল মেরা আনা-জানা ইয়া রাসুলাল্লাহ!
বকীয়ে পাক হো আখের ঠিকানা ইয়া রাসুলাল্লাহ!

{ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০০ পৃষ্ঠা}

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত দস্তারবন্দী করালেন

সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ১২৯৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৭ সালে পাকিস্তানের জিয়াকোট জেলায় (**দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মাহলে 'শিয়ালকোট'কে জিয়াউদ্দীনের নামানুসারে 'জিয়াকোট' বলা হয়ে থাকে) 'ক্লাসওয়ালা' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه এর বংশধর ছিলেন। তিনি জিয়াকোটে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে ২২ খাজার শহর দিল্লী শরীফে এসে কিছু দিন ইল্‌ম অর্জন করেন। অবশেষে প্রায় ৪ বৎসর পিলিবেত (ইউপি, ভারত) হযরত আল্লামা মাওলানা অছি আহমদ মুহাদ্দিসে সুরতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সাহচর্যে থেকে ইলমে দ্বীন হাছিল করেন, আর দাওরায়ে হাদিসের পর সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কারামতপূর্ণ হাতেই হযরত সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনার দস্তারবন্দী হয়। তিনি ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর হাতে বাইয়াতও গ্রহণ করেন। কেবল ১৮ বৎসর বয়সেই তিনি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট থেকে খেলাফতের সনদ প্রাপ্ত হন।

কলি হেঁ গুলিস্তানে গাউছুল ওয়ারা কি
ইয়ে বাগে রযা কে গুলে খোশনুমা হেঁ।

{ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০২ পৃষ্ঠা}

বাবুল মদীনা থেকে বাগদাদ

সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه প্রায় ২৪ বৎসর বয়সে নিজের পীর ও মুর্শিদ ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট থেকে অনুমতি ও বিদায় নিয়ে ১৩১৮ হিজরী মোতাবেক ১৯০০ সালে বাবুল মদীনা করাচীতে চলে আসেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সেখানে কিছু দিন অবস্থান করার পর হুজুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ থেকে বিশেষ ফয়য ও বরকত হাছিল করার নিয়্যতে পবিত্র বাগদাদ শরীফে হাজির হন। সেখানে তিনি ৪ বৎসর যাবৎ ইস্তিগরাক এবং মাজযুব অবস্থায় কাটান। পবিত্র নগরী বাগদাদে তিনি ৯ বৎসর কয়েক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন।

পবিত্র মদীনা শরীফে হাজিরী

১৩২৭ হিজরী মোতাবেক ১৯১০ সালে সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ দামেশ্কের (সিরিয়ার) পথে রেল যোগে পবিত্র মদীনা শরীফ এসে হাজির হন। সেখানে তখন তুর্কীদের খেদমতের যুগ ছিল।

গুম্বদে খাদ্বরা পে আক্বা জাঁ মেরি কুরবান হো
মেরী দেরেনা ইয়াহি হাসরত শাহে আবরার হে।
{ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৩ পৃষ্ঠা}

সাত দিনের উপবাস

হযরত সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: আমি যখন মদীনা শরীফে গিয়ে পৌঁছলাম প্রথম প্রথম আমার এমন সময়ও গেছে যে, আমি সাত দিনের উপবাস ছিলাম। সপ্তম দিনে আমি যখন ক্ষুধায় একে বারেই দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন এক অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বুজুর্গ ব্যক্তি আগমন করলেন। তিনি আমাকে তিনটি পাত্র দান করলেন। একটিতে মধু, দ্বিতীয়টিতে আটা আর তৃতীয় পাত্রে ঘি ছিল। পাত্র তিনটি দিয়ে তিনি আমাকে বললেন: আমি বাজারে গিয়ে আরো কিছু নিয়ে আসি। কিছুক্ষণ পর চায়ের প্যাকেট ও চিনি ইত্যাদি নিয়ে এসে আমাকে দিয়েই তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। তার পরিচয় বিস্তারিত জানার জন্য আমিও তৎক্ষণাৎ তাঁর পিছনে পিছনে রওয়ানা দিলাম। ততক্ষণে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।”(কানযুল উম্মাল)

হযরত সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর কাছে জানতে চাওয়া হল: আপনার ধারণা মতে সেই ব্যক্তিটি কে হতে পারেন? তিনি বললেন: আমার ধারণায় তিনি হলেন, **মদীনার সুলতান, সরদারে দুজাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাজান সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা হামজা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ। কেননা, মদীনা শরীফের বেলায়ত তাঁর উপরই সোপর্দ করা হয়েছে।

উহ ইশকে হাকীকী কি লজ্জত নেহিঁ পা সাকতা
জো রঞ্জ ও মুসিবত ছে দো চার নেহিঁ হোতা।

{ওয়াসায়িলে বখশিশ। পৃষ্ঠা: ১৩২}

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা হামজা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে ভালবাসতেন। আর প্রতি বৎসর পবিত্র রজমান মাসের ১৭ তারিখে তিনি হযরত সায়্যিদুনা হামজা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর পবিত্র ওরশ পালন করতেন। আর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ একটি রোযার ইফতার হযরত সায়্যিদুনা হামজা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর পবিত্র মাজারে গিয়ে করতেন।

মারহাবা! মারহাবা!!

হুজুর সায়্যিদুনা কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ইল্ম ও আমলের এক অনুপম আদর্শ ছিলেন। নিজের ঘর থেকে বের হয়ে বাগদাদ শরীফে ও মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করা কালে তিনি যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হন সেগুলোর উপর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বণ করা একমাত্র তাঁরই বিশেষ অংশ ছিল। তিনি অত্যন্ত চরিত্রবান ও মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। কেউ তাঁর পবিত্র দরবারে আগমন করলেই তিনি ‘মারহাবা! মারহাবা!!’ বলে তাকে অভ্যর্থনা জানাতেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক)ও যত বারই সেখানে গিয়ে হাজির হতাম, তত বারই তিনি নিজের মিষ্টি ভাষায় 'মারহাবা ভাই ইলিয়াস, মারহাবা ভাই ইলিয়াস' বলে অন্তরকে খুশিতে মদীনার বাগান বানিয়ে দিতেন, হৃদয়-মনকে আনন্দিত করে তুলতেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও শান্ত মেজাজের ছিলেন। সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ সবসময় এটা লক্ষ্য করেছে যে, যখন তাঁর নিকট দোয়ার জন্য আবেদন করা হত, তিনি তখন বলতেন: 'আমি দোয়াও করি; আবার দোয়ার প্রার্থীও। অর্থাৎ আমি আপনার জন্য দোয়া করব, আপনিও আমার জন্য দোয়া করবেন।

যিয়া পীর ও মুর্শিদ মেরে রাহনুমা হেঁ
সুরূরে দিল ও জাঁ মেরে দিলরুবা হেঁ।

{ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০৬ পৃষ্ঠা}

প্রতিদিন মিলাদের মাহফিল

তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি হযরত সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইশক খুব গভীর ছিল। এ কথা বললে মোটেও অতিরিক্ত হবে না যে, তিনি ফানা ফির রাসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করাই তাঁর দিন-রাতের একমাত্র কাজ ছিল। জেয়ারতের জন্য আগত লোকজনদের নিকট তিনি প্রায় সময় জিজ্ঞাসা করতেন যে, 'আপনি কি না'ত শরীফ পড়ে থাকেন?' সে যদি উত্তরে হ্যাঁ বলে, তাহলে তাঁর নিকট হতে তিনি না'ত শরীফ শুনতেন। খুবই আন্তরিকতা ও মনোযোগের সাথেই শুনতেন। আবেগাপ্লুত হয়ে বারে বারে তিনি চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে উঠতেন। সারা বৎসর প্রতিদিন আস্তানা শরীফে মিলাদ শরীফের মাহফিল হত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মাহফিলে মদীনা শরীফ, পাকিস্তান, তুর্কী, মিশর, সিরিয়া, ভারত, আফ্রিকা, সুদান সহ সারা বিশ্ব থেকে যেয়ারতের উদ্দেশ্য আগত লোকজন অংশ নিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সগে মদীনা عُفِىَ عَنْهُ ও কয়েক বার সেই মাহফিলে না'ত শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য হয়। সগে মদীনা عُفِىَ عَنْهُ সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাহফিলে এক বিশেষ পদ্ধতি এও দেখেছি যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাহফিলের শেষে বিনয়ের কারণে দোয়া করতেন না। তিনি বরং অংশ গ্রহণকারী কোন লোককে দোয়া করার জন্য বলতেন। দুই এক বার আমার মত পাপী সগে মদীনা عُفِىَ عَنْهُ কেও اَلْاَمْرُ فَوْقَ الْاَدَبِ 'অর্থাৎ আদেশ মান্য করাটাই বড় আদব'-এর আওতায় আস্তানা শরীফে সেই মিলাদ মাহফিলের আখেরী মুনাজাত করানোর সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিল। দোয়ার পর প্রতিদিন লঙ্গর শরীফেরও (তাবারুকের ব্যবস্থা) হয়ে থাকত।

রাতেঁ ভি মদীনে কি বাতেঁ ভি মদীনে কি
জীনে মেঁ ইয়ে জীনা হে কিয়া বাত হে জীনে কি।

লোভও নয়, বারণও নয়, জমাও নয়

হযরত সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সুন্দর মনের অত্যন্ত উদার প্রকৃতির এক বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর সাহচর্যে প্রেম-ভালবাসার মহাসমুদ্র সর্বদা ঢেউ খেলতে থাকত। তাঁর সংস্পর্শে এলে মনের মধ্যে সলফে সালেহীনদের কথা স্মরণে এসে যেত। তিনি অত্যন্ত দানশীল ও উদার ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রায় সময় বলতেন: 'লোভ করবে না, বারণও করবে না, জমাও করবে না'। অর্থাৎ কেউ দিবে সেদিকে লোভ করবে না। কেউ কিছু নিজে থেকে দিলে বারণও করবে না। যেকোন ভাবে তোমার হস্তগত হলে তা জমাও করবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

তাঁকে কেউ আতর দিলে খুশি হয়ে তিনি দোয়া করতেন: عَطَّرَ اللهُ اَيَّامَكُمْ অর্থাৎ- '**আল্লাহ্ তাআলা** তোমার জীবনের দিনগুলো সুরভিত করুক। তিনি **শাহানশাহে দো আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসুলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হুজুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একবার তিনি বলেন: কেউ চমৎকার বলেছেন:

বাদে মুর্দন রূহ ও তন কি ইছ তরাহ তকসীম হো
রূহ তাইবা মেঁ রহে লাশা মেরা বাগদাদ মেঁ।

হুজুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সাহায্য করেছেন

সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: একবার আমাকে অর্ধাঙ্গ রোগ সজোরে আক্রমণ করেছিল। আমার শরীরের অর্ধেক অংশ অবশ হয়ে গিয়েছিল। রোগ এতই বেশি ছিল যে, আমি যে বেঁচে উঠব তা কেউ ভাবে নি। একদিন রাতে আমি অত্যন্ত কান্নাকাটি করে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে ফরিয়াদ করলাম: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে আমার মুর্শিদ, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একজন খাদেম স্বরূপ **হুজুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে পাঠিয়েছেন। আমার এই রোগ যদি কোন গুনাহের শাস্তি স্বরূপ হয়ে থাকে, তাহলে আমার মুর্শিদের সদকায় আমাকে মাফ করে দিন। অনুরূপ হুজুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারেও একই ফরিয়াদ পেশ করলাম। আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, আমি দেখতে পেলাম, আমার পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অন্যান্য বুজুর্গদের সাথে আগমন করেছেন।

আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ জনৈক বুজুর্গের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন: যিয়াউদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ! দেখ, ইনি হচ্ছেন হুজুর সায়্যিদুনা গাউছুল আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ। অপর এক বুজুর্গের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন: ইনি হচ্ছেন হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ। হুজুর গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আমার শরীরের অবশ অংশে হাত মোবারক বুলিয়ে দিয়ে বললেন: দাঁড়িয়ে যাও! আমি স্বপ্নেই দাঁড়িয়ে গেলাম। এবার দেখতে পাচ্ছি তাঁরা তিনজন বুজুর্গই নামায পড়ছেন। আমার চোখ খুলে গেল। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি সুস্থ হয়ে যায়। তাঁদের উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র অশেষ রহমত বর্ষিত হোক, আর তাঁদের সদকায় আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!!

মুর্শিদী মুঝ কো বানা দেয় তু মরীযে মুস্তফা
আয পায়ে আহমদ রযা ইয়া গাউছে আযম দস্তগীর!

নবী করীম ﷺ এর সাহায্য লাভ

সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মীলাদ মাহফিল[১] করার পবিত্র অপরাধে আমাকে মদীনা শরীফ থেকে বের করে দেবার জন্য অনেক বার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু **দয়ালু নবী, হুযুরে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে হাজির হয়ে আমি ফরিয়াদ জানাতাম। এতে করে মদীনা থেকে বের না হওয়ার কোন না কোন ব্যবস্থা হয়ে যেত। একবার তো পুলিশরা আমার সমস্ত আসবাব পত্রাদি বাইরে ফেলে দিয়েছিল।

[১] ঐ দিনগুলোতে এবং এটা লিখা পর্যন্ত আরব শরীফে সরকারী প্রশাসনের পক্ষ থেকে **"মাহফিলে মিলাদ"** এর উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

আমি চিন্তিত মনে গলিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সিপাহীদের চোখ এড়িয়ে আমি অস্থির হয়ে পবিত্র রওজায় গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে গিয়ে কান্নাকাটি করে ফরিয়াদ করলাম। মনের বোঝা যখন একটু হালকা হল আমি পুনরায় সেই গলিতেই এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন পুলিশরা নিজেরাই আমার বাইরে ফেলে দেওয়া আসবাব পত্রগুলো আবার ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। আমাকে বলা হল: আপনাকে শহর থেকে বিতাড়িত করার আদেশ রহিত করা হল।

ওয়াল্লাহ! উহ ছুন লেঙ্গে ফরিয়াদ কো পৌঁছেঙ্গে
ইত্না ভি তো হো কুয়ী জু আহ করে দিল ছে।

{হাদায়িকে বখশিশ শরীফ}

ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ﷺ! কোথায় ফেঁসে গেলাম

বাস্তবিকই **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মেহমানদের অত্যন্ত দয়া করেন ও ভালবাসেন। ১৪০০ হিজরী মোতাবেক ১৯৮০ সালে সগে মদীনার عُفِىَ عَنْهُ (লিখক) সর্বপ্রথম যখন মদীনা শরীফ হাজির হই, মদীনা শরীফে হাজিরী দেওয়ার প্রথম কিংবা দ্বিতীয় রাত ছিল, গভীর রাত হয়েছিল। মসজিদে নববীর বাইরে বাবে জিবরীলের দিকে এমন ভাবে গুম্বদের খাদ্বরার জলওয়া শোভা পাচ্ছিল যে, আমি একবার বিভোর হয়ে গুম্বদে খদ্বরার দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম, আবার কখনো সেদিকে মুখ করে পিছন দিকে আসতে লাগলাম, কিছুক্ষণ এভাবে করলাম। ইত্যবসরে কর্তব্যরত এক পুলিশ আমাকে ধাওয়া করে পাকড়াও করল। তার সাথী দেওয়ালের সাথে টেক লাগিয়ে ঘুমাচ্ছিল। তাকে একটি টোকা মেরে পুলিশটি বলল: উঠ। সে একদম মেশিন গান তাক করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। একজন পুলিশ আমার বাবরি চুল ধরে টানতে লাগল।

এক কি দুই বৎসর পূর্বে যেসব সন্ত্রাসীরা পবিত্র কা’বা শরীফ দখল করে রেখে পবিত্র নগরীর অসম্মান করেছিল, দুনিয়ার সকল মুসলমান যাতে অবাক হয়ে গিয়েছিল, সম্ভবত তারা সবাই লম্বা চুলধারী ছিল, তাই হয়ত এই পুলিশটি আমাকেও তাদের দলের বলে মনে করেছিল। তারা আমাকে পাসপোর্ট দেখাতে বলল। কোন কারণে সেটি তখন আমার সাথে ছিল না, আর সেটি আমার বাসায় ছিল। এবার তো আমি একদম ফেঁসেই গেলাম। পুলিশ দুইজন আমাকে একটি রুমে নিয়ে গেল। তালা খুলল। আর আমাকে রুমে প্রবেশের জন্য ধাক্কাতে লাগল। তখন গভীর রাত হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রস্রাবের হাজত হল। আমি অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, এই রুমে আমি কীভাবে অযু করব আর কীভাবে ফজরের নামায আদায় করব। আমার মনের মাঝে ভয় সৃষ্টি হল। আমার অজান্তে আমার মুখ দিয়ে আমার মাতৃভাষায় আবেদনের বাক্য বেরিয়ে গেল। সেই বাক্যটির অর্থ হচ্ছে: **“ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কোথায় এসে ফেঁসে গেলাম!” এবার তো আরো ভয়ের বিষয় যে, আমার মুখ দিয়ে **‘ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! বেরিয়ে গেছে। তাই হয়ত আমার উপর কঠোর শাস্তির নির্দেশ হতে পারে। কেননা, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সেখানকার শাসক শ্রেণী **‘ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! বলা লোকদের ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু উল্টো সে কী মেহেরবানী! যেই আমি আমার মুখ দিয়ে **‘ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! বলেছি, অমনি আমার নিঃসঙ্গতা ও ভয় দেখে পুলিশদের হাসি পেয়ে গেল। তারা রুম থেকে আমাকে বের করে রুমটিতে তালা লাগিয়ে দিল আর আমাকে ছেড়ে দিল।

জব তড়প কর ইয়া রাসুলাল্লাহ কাহা
ফৌরান আক্বা কি হেমায়াত মিল গেয়ী।

{ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা}

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অদৃশ্য ভাবে বুজুর্গদের আগমন

ইন্তিকালের দুই মাস আগে থেকে হুজুর কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর উপর কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। তিনি কিছু বললেও কেউ তা বুঝে নিতে পারত না। কোন কোন সময় তিনি বার বারই বলতেন: 'আসুন, আমার কেবলারা! আসুন। উপস্থিত লোকজন দেখতে পেত যে, তিনি করজোড়ে কাউকে মিনতি জানাচ্ছেন। বলছেন: আমাকে মাফ করে দিবেন। শারীরিক দুর্বলতার কারণে আমি আপনার সম্মানে দাঁড়াতে পারছি না। কিছুক্ষণ পর উপস্থিত লোকজনের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন: এই মাত্র সায়্যিদুনা খিজির عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, হুজুর ছরকারে বাগদাদ হযরত গাউছুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এবং আমার পীর ও মুর্শিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এখানে তাশরিফ এনেছিলেন।

বেছাল শরীফ ও জানাযা মোবারক

১৪০১ হিজরীর জিলহজ্ব মাসের ৪ তারিখ মোতাবেক ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসের ২ তারিখ পবিত্র জুমাবার দিন মসজিদে নববী শরীফের মুয়াজ্জিন সাহেব 'اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَر' বলছেন, আর এদিকে সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কলেমা শরীফ পাঠ করছেন। ঠিক এমনি মূহুর্তের তাঁর রূহ মোবারক দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে। (অর্থাৎ- তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইন্তিকাল করেন।) اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। গোসল শরীফের পর পবিত্র কাফন বিছিয়ে মাথা মোবারকের নিচে **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হুজরা মাকসূরা শরীফের পবিত্র মাটি রাখা হয়। হযরত আমেনা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর প্রাণাধিক **প্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নূরানী কবরের গাস্‌সালা শরীফ ও বিভিন্ন তবারুকাত ঢেলে দেওয়া হয়।

তার পর কাফন শরীফ বাঁধা হয়। আসরের নামাযের পর দরূদ শরীফ, সালাত ও সালাম, কসীদা বুরদা শরীফ ইত্যাদির মাতোয়ারা করা চমৎকার শব্দে তাঁর পবিত্র জানাযা মোবারক উঠানো হয়।

আশিক কা জানাযা হে যরা ধূম ছে নিকলে
মাহবুব কি গলিয়োঁ মেঁ যরা ঘুম কে নিকলে।

অবশেষে অসংখ্য অগণিত শোকার্ত মানবতার উপস্থিতিতে সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ কে তাঁরই বাসনা অনুযায়ী পবিত্র জান্নাতুল বাক্বীর যেদিকে পূতঃপবিত্র আহলে বাইতে আতহারগণ আরাম করছেন, সেদিকটিতে সায়্যিদাতুন্নেসা হযরত ফতিমাতুজ জোহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهَا এর নূরানী মাজার শরীফের শুধুমাত্র দুই গজের ব্যবধানে দাফন করা হয়। তাঁদের সকলের উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক। তাঁদের সদকায় আমাদের সকলের জীবনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাক।

اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !!

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদী কুতুবে মদীনা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর ৭টি অমীয় বাণী

(১) যে ব্যক্তি শরীয়াতের অনুসারী নয়, সেই ব্যক্তি তরিকতের যোগ্য নয়। (২) যারা নিজেদের খেয়াল-খুশি মত চলে, তারা বন্ধু-বান্ধবদের জন্য ক্ষতিকর, আর মন্দ অভ্যাস মানুষের বড় দুশমন। (৩) যে ব্যক্তি নিজের কাজকে ভালবাসে, সে ব্যক্তির মেধা নষ্ট হয়ে যায়। (৪) সম্পদের লোভ থেকে **আল্লাহ্**র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা কর। এতে অনেক দেরীতেই হুশ ফিরে আসে।

রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৫) এই দুনিয়াটা অত্যন্ত খারাপ জিনিস। যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় জড়িত হয়ে গেছে, সে তাতে জড়িয়েই থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে দূরে থাকবে, স্বয়ং দুনিয়া এসে তার পদচুম্বন করবে। (৬) কোন নেক আমলের তৌফিক হওয়া মানেই তা কবুল হওয়ার আলামত। (৭) মদীনা শরীফে যদি কারো চিঠি পাঠ করা হয়, আলোচনা করা হয় কিংবা নাম নেওয়া হয়, তা হলে মনে করতে হবে, সেটি তার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।

আশিকে মুস্তফা যিয়া উদ্দীন

আশিকে মুস্তফা যিয়া উদ্দীন,
যাহেদ ও পারেসা যিয়া উদ্দীন।
দিলবর ও দিলরুবা যিয়া উদ্দীন,
মেরে দিল কি যিয়া যিয়া উদ্দীন।
তুম কো কুত্বে মদীনা ইয়া মুর্শিদ!
ওলামা নে কাহা যিয়া উদ্দীন।
ইয়ে শরফ কম নিহিঁ শরফ কেহ মাঁই,
হোঁ মুরিদ আপ কা যিয়া উদ্দীন।
মুঝ কো আপনা বানাও দিওয়ানা,
বেহরে গাউছুল ওয়ারা যিয়া উদ্দীন।
চশমে রহমত বছোয়ে মন মুর্শিদ,
বেহরে আহমদ রযা যিয়া উদ্দীন।
আয়ছা কর দেয় করম রহেঁ ইয়া রব!
মুঝ ছে রাজী সদা যিয়া উদ্দীন।
কেয়ছে ভটকোঙ্গা কেহ হেঁ মেরে তো,
রাহবর ও রাহনুমা যিয়া উদ্দীন।
এক মুদ্দত ছে আঁখ পেয়াছী হে,
আপনা জলওয়া দেখা যিয়া উদ্দীন।
মরযে ইছইয়াঁ ছে নীম জাঁ হোঁ মাইঁ,
মুঝ কো দেয় দো শিফা যিয়া উদ্দীন।
চশমে তর অওর কলবে মুযতর দো,
বেহরে হামজা শাহা যিয়া উদ্দীন।
মেরি সব মুশকিলেঁ হোঁ হল মুর্শিদ,
মেরে মুশকিল কুশা যিয়া উদ্দীন।
পৌনে ছো সাল তক মদীনে মেঁ,
তুম নে বাঁটী জিয়া যিয়া উদ্দীন।
জামে ইশকে নবী পিলা এয়ছা
হোশ মেঁ আওঁ না যিয়া উদ্দীন।
মেরে দুশমন হেঁ খোন কে পেয়াছে
মুঝ কো উন্ ছে বাঁচা যিয়া উদ্দীন।
আহ! তুফান মেঁ হে ঘিরী নাইয়্যা
আয় মেরে না খোদা যিয়া উদ্দীন।
মওত আয়ে মুঝে মাদীনে মেঁ
কর দো হক ছে দোয়া যিয়া উদ্দীন।
মুঝ কো দেয় দো বাক্বীয়ে গরকদ মেঁ
আপনে কদমোঁ মেঁ জা যিয়া উদ্দীন।
হাশর মেঁ দেখ কর পুকারোঙ্গা
মারহাবা মারহাবা যিয়া উদ্দীন।
মুস্তফা কা পড়োস জন্নাত মেঁ
মুঝ কো হক ছে দিলা যিয়া উদ্দীন।

বে আমল হি সহী মগর *আত্তার*
কিছ কা হে? আপ কা যিয়া উদ্দীন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislamo.net

Web: www.dawateislami.net